বিশ্বে শান্তি বিরাজ করুক

পৃথিবী হলো একটি বড় বাসস্থানের জায়গা। প্রতিটি জীবনই এই পৃথিবীর অন্যতম অংশীদার। সেই মতে, আমাদের প্রত্যেকে একক ব্যক্তি হিসেবে এই চেতনা গড়ে তোলা উচিত যে, আমরা প্রত্যেকেই এই পৃথিবীর সামগ্রিক সত্ত্বা গড়ে তুলছি এবং আমরা সবাই একটি একক লক্ষ্য পোষণ করি এবং এই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার দায়-দায়িত্ব ও আমাদের সবার।

আমরা প্রত্যেকে আমাদের পৃথিবীর বিবর্তনে ভূমিকা রাখতে পারি এবং পৃথিবীতে শান্তি অর্জন করার জন্য আমাদের প্রত্যেককে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হবে। এখনও পর্যন্ত খুব অল্প সংখ্যক লোকই জীবনের প্রতি সন্তুষ্ট। সীমিত সম্পদ এবং ভূমির জন্য আমরা অনেক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হচ্ছি, যা পৃথিবীর পরিবেশকে দূষিত করছে।

যেহেতু আমরা নতুন শতাব্দীতে প্রবেশ করছি, যে কোন কিছুর চাইতে বরং আমরা যদি মানবজাতির (ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের) প্রতিটি মানুষের প্রতি যত্নবান হই তার উপরই নির্ভর করছে বিশ্ব শান্তির উপলব্ধি। আজ এটা অনস্বীকার্য যে প্রতিটি মানুষেরই নিজের হৃদয়ে শান্তি ও সম্প্রীতি আনার ক্ষেত্রে দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণ তারই। আমাদের প্রত্যেকেরই এই দায়-দায়িত্ব রয়েছে যা আমাদের অবশ্যই পূরণ করতে হবে। বিশ্ব শান্তি তখনই নিশ্চিত হবে যখন এই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ তাদের এই সাধারন লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতন হবে, যখন সবাই এই সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য একতাবদ্ধ হবে।

এখন পর্যন্ত ক্ষমতা, সম্পদ, সুনাম, জ্ঞান, প্রযুক্তি ও শিক্ষা, মানবতা এগুলি ব্যক্তি, জাতি এবং প্রতিষ্ঠানকে বিভক্ত করছে যাদের এগুলি নাই এবং যাদের এগুলি আছে সেই হিসেবে। দাতা এবং গ্রহীতা, সাহায্যকারী এবং সাহায্যপ্রাপ্তদের মধ্যে ও ব্যবধান বিস্তর।

এমতাবস্থায় আমরা আমাদের প্রতিজ্ঞা ঘোষনা করছি যে আমরা এসকল দ্বৈততা ও বৈষম্য অতিক্রম করে সম্পূর্ন নতুন একটি ধারণা গড়ে তুলব যা আমাদের মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে যার মাধ্যমে আমরা একটি শান্তিপূর্ণ বিশ্ব গড়ে তুলতে পারব।

সাধারণ নীতিসমূহ:
নতুন যুগে মানবতার উন্নয়ন ঘটবে একটি একতাবদ্ধ পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে। অর্থাৎ এ পৃথিবীতে প্রত্যেক ব্যক্তি এবং প্রত্যেক জাতি মুক্তভাবে নিজেদের বিকাশ এবং প্রকাশ ঘটাতে পারবে, তারা বিশ্বের আর সকলের সাথে একই বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে এ পৃথিবীতে বসবাস করবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি আত্মস্থ করার জন্য আমরা নিম্নের কিছু দিকনির্দেশনামূলক মূলনীতি প্রণয়ন করেছি ঃ

১. জীবনের প্রতি ভালবাসা ঃ

আমরা ভালবাসা ও ঐকতানে সমৃদ্ধ নতুন একটি পৃথিবী গড়বো যেখানে সব ধরনের জীবনই শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র।

২. সকলের প্রতি শ্রদ্ধা ঃ
আমরা এমন একটি পৃথিবী তৈরী করব যেখানে সকল জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-কৃষ্টি-রীতি-নীতি নির্বিশেষে সবাই সম্মানিত। পৃথিবী অবশ্যই সামাজিক মানসিক ও শারিরীক বৈষম্য, বিভেদ থেকে মুক্ত থাকবে এবং এমন একটি স্থান হবে যেখানে ভিন্নরূপ প্রশংসিত হয় ও উপভোগ করা হয়।

৩. প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং প্রকৃতির সকল কিছু নিয়ে সহবাস

আমরা এমন একটি পৃথিবী তৈরী করব যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি এ বিষয়ে সচেতন থাকবে যেন আমরা প্রকৃতির প্রতিটি আর্শিবাদ সাথে নিয়ে প্রকৃতির সাথে মিলেমিশে বসবাস করি এবং প্রকৃতির সকল প্রাণীকুল, গাছপালা ও অন্যান্যের প্রতি সদয় ও কৃতজ্ঞ থাকি।

৪. জাগতিকতা ও নৈতিকতার মধ্যে সমতা

আমরা একটি পৃথিবী তৈরী করব যার ভিত্তি হবে জাগতিকতা ও নৈতিকতার মধ্যে সমতাভিত্তিক সভ্যতা। জাগতিকতার প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি আমাদের ভেঙ্গে ফেলতে হবে। নৈতিকতার পুষ্পিত কুসুম ফুটিয়ে আমাদেরকে মানবতার উন্নয়ন ঘটাতে হবে। আমাদেরকে এমন একটি পৃথিবী গড়ে তুলতে হবে যেখানে জাগতিক সমৃদ্ধির সাথে সাথে নৈতিক উন্নতিকেও সমান মূল্য দেয়া হয়।

চর্চাসমূহঃ

আমরা আমাদের উপরোক্ত নীতিসমূহকে চর্চা করতে পারি নিম্নোক্তভাবেঃ

একক ব্যক্তি হিসেবেঃ

আমাদেরকে অবশ্যই যুগ যুগ পথ অতিক্রম করতে হবে যেখানে প্রতিটি দেশ, জাতি, গোত্র ও ধর্মে দায়িত্ব ও কর্তব্য এমন এক পর্যায়ে যায় যাতে প্রতিটি ব্যক্তিই হলো মুখ্য, অর্থাৎ ' সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই '। আমরা প্রতিটি ব্যক্তির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এর কথা বলছি তার ইগো কে বাড়িয়ে তোলার জন্য নয়, বরং তাকে এই মানুষজাতির একজন হিসেবে পৃথিবীর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করার ক্ষেত্রে প্রস্তুত করে তোলার জন্য।

আমরা প্রত্যেকে আমাদের সর্বাত্মক ব্রত পালন করব আমাদের মনের গভীরে ভালবাসা, ঐকতান ও কৃতজ্ঞতা আনয়ন করার জন্য এবং এভাবে সমগ্র পৃথিবীতে ব্যাপকভিত্তিক শান্তি ও একতা নিয়ে আসব।

বিশেষ ক্ষেত্রেঃ

আমরা সহযোগিতার এমন একটি ব্যবস্থা গড়ে তুলবো যাতে প্রজ্ঞার সমন্বয় ঘটানো হবে কারিগরী জ্ঞান, দক্ষতা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সক্ষমতার সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটানোর জন্য; যেমন শিক্ষা, বিজ্ঞান, কৃষ্টি ও চারুকলা, ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি ও অর্থনীতি।

যুব প্রজন্ম হিসেবে ঃ

২০ এর শতকে পিতা-মাতা, শিক্ষক এবং সমাজ শিশু-কিশোরদের শিক্ষা দিত এবং শিশু-কিশোররা ছিল শিক্ষার্থীর ভূমিকায়। আর ২১ শতকে বড়রা শিখবে বিস্ময়কর গুণসম্পন্ন শিশু-কিশোরদের কাছ থেকে; যেমন তাদের শুভ্রতা, সরলতা, উজ্জলতা, প্রজ্ঞা এবং বোধ যা একজন আরেকজনকে অনুপ্রাণিত ও উন্নত করে। এই যুব প্রজন্মই নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করবে শান্তি আনয়নের মাধ্যমে একটি উজ্জল ভবিষ্যৎ গড়ার ক্ষেত্রে।

বিশ্বে শান্তি বিরাজ করুক।